দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

04 2002

বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ ॥ এক আবেদনকারীর বৃত্তি চালু রাখতে হাইকোর্টের নির্দেশ

সুপ্রীমকোর্ট রিপোর্টার ॥ বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ বৃত্তির টাকা প্রদান বন্ধের সরকারী আদেশ স্থগিত করে হাইকোর্টের ইতোপূর্বে দেয়া আদেশ আংশিক পরিবর্তন করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ শুধুমাত্র শারমিন মুসার ফেলোশিপ বৃত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অন্যদের ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে দেয়া হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিচারপতি মোঃ হামিদুল হক ও বিচারপতি সালমা মাসুদ চৌধুরী সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ সরকারপক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে এই আদেশ প্রদান করে। বিগত সরকার ২২ জনকে বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ বৃত্তি প্রদান করেছিল। ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ডিগ্রীর জন্য বিগত সরকার ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০১ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩ সাল পর্যন্ত ২২ জনকে এই ফেলোশিপ বৃত্তি দিয়েছিল। বর্তমান জোট সরকার গত ১ নবেম্বর ওই ফেলোশিপের যাবতীয় টাকা প্রদান বন্ধ করে। এর বিরুদ্ধে বৃত্তিপ্রাপ্ত শারমিন মুসার পিতা সাংবাদিক-কলামিস্ট এবিএম মূসা হাইকোর্টে রিট মামলা দায়ের করেন। এর প্রেক্ষিতে গত ২৪ মার্চ হাইকোর্ট ওই বৃত্তির টাকা বন্ধ করে সরকারের আদেশ ২০০৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্থগিত ঘোষণা করেছিল। হাইকোর্টের ওই স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের জন্য সরকারপক্ষ আবেদন জানায়। মঙ্গলবার হাইকোর্ট এক আদেশে বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ বন্ধ করে সরকারের আদেশ শুধুমাত্র শারমিন মুসার ক্ষেত্রে রিটটি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে বলা হয়। এর ফলে অন্য ২১ জনের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের ইতোপূর্বে দেয়া স্থগিতাদেশ আর বহাল থাকল না। এ জন্য বাকি ২১ জন ফেলোশিপপ্রাপ্তর টাকা প্রাপ্তি অনিশ্চিত হয়ে পড়ল।